সত্যজিত রায়ের নিষিদ্ধ চলচ্চিত্র 'সিকিম'

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

সত্যজিৎ রায়ে **সিকিম** চলচ্চিত্র থেকে ভারত সরকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন এটা কিছুটা সাম্প্রতিক সংবাদ। এই প্রাসঙ্গিকতায় কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রক সূত্রে কিংবা সংবাদ বা সাময়িকপত্রে কিছু বিভ্রান্তিকর তথ্য ইতিমধ্যেই প্রকাশিত। একটি দৈনিক পত্রের সম্পাদকীয় কলমে জল না ছুঁয়ে মাছ ধরার সাধু উদাহরণও দেখা যায় এ বিষয়ে। আশঙ্কা হয় সত্যজিৎ রায়ের চিরকালীন অনুপস্থিতির সুযোগ নেবে তাঁর সম্পর্কেই নানা অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির পল্লবগ্রাহিতা। যেটা এই মুহূর্তে ব্যবসায়িক পণ্যের চেহারা নিচ্ছে ক্রমশ। অন্তরীণ ও প্রায় - বিস্মৃত এই সত্যজিৎ - চলচ্চিত্র ঘিরে কিছু তথ্য ও কিছু প্রশ্ন আজ সেই কারণেই উপস্থিত এখানে।

সত্যজিৎ **সিকিম** নির্মাণ করেন উনিশ শ' একাত্তরে, **প্রতিদ্বন্দ্বী ও সীমাবদ্ধ** -র মাঝের সময়ে। চলচ্চিত্রটির পিছনে এক মার্কিন যুবতীর বিশেষ উদ্যোগ ছিল। সিকিম নিয়ে সত্যজিতের ছবি পর্যটক আকর্ষণে সহায়ক হবে এমন একটা উদগ্রীব আশা হয়তো তিনি পোষণ করছিলেন। তিনি সিকিমের তৎকালীন রানি হোপ কুক। পর্যটনই একমাত্র বিদেশী মুদ্রা আয়ের পথ ছিল সিকিমের। **সিকিম** সত্যজিতের দ্বিতীয় তথ্যচিত্র, দ্বিতীয় রঙীন চলচ্চিত্র। **কাঞ্চনজঙ্ঘার** মত হিমালয়ের আকর্ষণে রঙের আশ্রয়ে ফেরা এখানেও। তবে তথ্যচিত্রের মেজাজমাফিক রঙের পরীক্ষানিরীক্ষা এখানে অনেকটা তন্ময়।

ঘন কুয়াশার মধ্যে একটি রক্তিম সূর্যোদয় —এই ছিল **সিকিম** -এর শুরু। ওয়াশের ছবির মতো হালকা ছোঁয়ায় টেলিগ্রাফের তারের দুই জলবিন্দু ধরে রাখে প্রথম আলোর প্রকাশ। দূর থেকে রোপওয়েতে সঞ্চরমান ঝুলন্ত ট্রলির যান্ত্রিক শব্দ ভেঙে দেয় ভোরের স্তব্ধতা, জলকণা ঝরে যায়। সত্যজিৎ ক্যামেরা নিয়ে যান অরণ্যের আলো - আঁধারিতে। যেখানে অর্কিডের স্বর্গরাজ্য। বর্ণের সুষম প্রয়োগ ও বিন্যাস বৈচিত্র্যে প্রায় প্রতিটি ফ্রেম রচিত হয় চিত্রকলার লাবণ্যে। পরবর্তী পর্যায়ে রাজপ্রসাদের গবাক্ষ থেকে দূর তৃণভূমিতে দৃশ্যমান একটি অশ্ব নিয়ে 'ছবির মত' ইল্যুশনও বানিয়ে দেন সত্যজিৎ। কিন্তু, ল্যান্ড অ্যান্ড পিপ্‌ল সিরিজ-এর বিশুদ্ধ ভৌগোলিক সৌন্দর্যচারণ এ- চলচ্চিত্রকার সরে আসেন সাধারণ মানুষের কাছে। মেহনতী পাহাড়ী মানুষের কৃষ্টি ও কর্মের প্রবাহে। সুপ্রাচীন ঐতিহ্যময় 'অস্ত্র - নৃত্যে' টাইপেজ মুখগুলির চয়ন ও অতিকৃতি প্রস্তুত হয় আঞ্চলিক লোকশিল্পের নানা মুখোশের আদলে। কিন্তু, বুদ্ধের সহজ, অনাড়ম্বর উপাসনাগৃহে গাছ বসানো পড্‌স্ ক্রিমের প্রসাধনী পাত্র সত্যজিতের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ এড়িয়ে যায় না। ক্রমশ এই পর্যবেক্ষণ বাস্তবের এক বিশেষ স্তরকে ধরে। স্পন্দনশীল হয়। চলচ্চিত্রটি তৃতীয় পর্যায়ে রাজপ্রসাদে চলে আসে। দেখা গেল প্রাসাদের বর্ণাঢ্য কারুকার্যের পটে রাজারানির সাদাকালো ছবি। এই দৃষ্টিভঙ্গী রাজারানির কাছে তেমন সুখপ্রদ হল না। কোন এক রাজকীয় অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে সত্যজিৎ প্রাসাদের একটি এলাহী খানাপিনার দৃশ্যকে উপস্থিত করেন। সেখানে অজস্র রাজঅতিথির সমাগম, প্রয়োজনের ঢের অতিরিক্ত খাদ্যবস্তুর অপচয়। অপচিত খাবারের পাহাড় জমে প্রসাদের বাইরে অন্ধকার আস্তাকুড়ে। সত্যজিতের ক্যামেরা সেই অন্ধকারে চলে আসে। যেখানে মাথা নিচু করে চোরের মত নিরন্ন মানুষ খাবার খোঁজে। প্রাসাদের বিলাসের তীক্ষ্ণ বৈপরীত্যে শেষ দৃশ্যে শীতের রোদে একপাল বস্তির ছেলের দেখা মেলে রাস্তায়। ছেঁড়া জামা , রুক্ষ চুল, গালে ময়লার ছোপ। হাড় - কাঁপানো ঠাণ্ডায় শালপাতার চুট্টি ভাগাভাগি করে টানছে। কিন্তু, ওরা সবাই হাসে। চলচ্চিত্রের শুরুতে আমরা একটা সূর্যোদয় দেখেছিলাম। শেষের এই অপরাজিত মুখগুলির প্যানিং -এ কোন্, প্রতিবাদী ভাষা খুঁজেছিলেন সত্যজিৎ?

এই সব দৃশ্য, বলা বাহুল্য, পৃথিবীর কোন দেশেরই রাজবাড়ি বিশেষ পছন্দ করে না। সিকিমের রাজপুরুষ আপত্তি তুললেন। চলচ্চিত্রের বহু অংশ বাদ দিতে বলা হল, সত্যজিৎ এক ইঞ্চি আপস করেননি। শুধু সামান্য কিছু পরিবর্তন করেছিলেন। ফলে রাজকবলিত **সিকিম** মালিকানা সূত্রে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। সেখানে চোগিয়ালের নির্দেশে প্রস্তুত হল **সিকিম** -এর একটি ফরমায়েসি কাটছাঁট সংস্করণ। সত্যজিৎকে দেখানো হয়নি সে ছবি। তবে শুনেছিলেন মূলের আর ষাট ভাগ অবশিষ্ট আছে। এই সংস্করণই কী চার বছর পরে নিষিদ্ধ করেন ভারত সরকার? কোন কারণ দর্শানো হয়নি। উনিশ শ' পঁচাত্তরে কারণ দর্শানোটা রীতি ছিল না। কিন্তু, এ পর্যন্ত কেন্দ্রের কোন সরকারি মন্ত্রকই **সিকিম** নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কোনো আলোচনার প্রয়োজন মনে করেননি কেন জিজ্ঞাসা সেখানেই। চলচ্চিত্রটিকে হয়তো বাঁচানো যেত। এ চলচ্চিত্রের নেগেটিভ সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এমন একটা জনশ্রুতিও ছিল রাজতন্ত্রী সিকিমের শেষের দিনগুলিতে। চলচ্চিত্রটির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ হল সিকিম ভারতের অঙ্গরাজ্য হবার পরে। পবিত্র কাজটি সেরে ফেলে সরকার আশ্চর্য উদাসীন হয়ে পড়লেন। আর কোন অনুসন্ধানের দরকার হল না। এই ঔদাসীন্যের কারণ কী এমার্জেন্সীর সময়কালে **জন-অরণ্য** দেখে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু **জন - অরণ্য** নিষিদ্ধ করার সাহস তৎকালীন সরকারের ছিল না। মেঘ জমেছিল ক্রমশ। **সিকিম** চলচ্চিত্রটিকে বিলুপ্ত হতে দেওয়া তারই পরোক্ষ হাসিল কিনা জানা যায় না। তবে কর্তৃপক্ষের যে-বিচারবুদ্ধির নিরিখে **সিকিম** -এর উপর নিষেধাজ্ঞা আজও বহাল তার উত্তর জানার অধিকার শুধু সারা দেশবাসীর নয়, হয়তো বিশ্ববাসীরও আছে।

সিকিম -এর মূল চলচ্চিত্রটি সম্ভবত চিরকালের মত হারিয়ে যাবে। বর্তমান বা আগামী প্রজন্ম জানতে পারবে না চলচ্চিত্রটির কথা। কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রকও সম্প্রতি স্বীকার করেন যে চলচ্চিত্রটির হালহদিশ তাদের অজানা। আমেরিকার মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্টস বা লন্ডনের ন্যাশনাল ফিল্ম থিয়েটার বা য়ুরোপের অন্যত্র **সিকিম** -এর যে দু' তিনটি প্রিন্ট রক্ষিত আছে তা চোগিয়াল - সংস্করণই হওয়া সম্ভব। রাজনীতির আবর্তে চলচ্চিত্রের শিল্পসম্পদ বিনষ্ট করে দেবার প্রয়াস নতুন ঘটনা নয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের ইতিহাসে। আইজেনস্টাইন, কিনুগাসা, বুনুয়েল ও আরো অনেকেই এর লক্ষ্য। সত্যজিৎও সামিল হলেন। তবে কোন চলচ্চিত্রকারের শিল্পকর্মকে শৃঙ্খলিত করে তাঁকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মানের স্বীকৃতি জ্ঞাপনের ঘটনা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে ঘটেছে কিনা তা-ও অবশ্য জানা যায় না